কেন্দ্রীয় আইনসভা

[কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনারেল কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের জন্য]

বিষয়সংক্ষেপ

ভারতে সংসদীয় বা পার্লামেন্টীয় শাসনব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সংসদীয় কাঠামোটি ব্রিটেনের সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতিরূপের মতন। ব্রিটেনের পার্লামেন্ট দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট। এর উচ্চকক্ষ বা দ্বিতীয়কক্ষ হল লর্ড সভা এবং এর নিম্নকক্ষ বা প্রথমকক্ষ হল কমন্স সভা। ভারতেও সংসদ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। ভারতীয় সংসদের উচ্চকক্ষ হল রাজ্যসভা এবং নিম্নকক্ষ হল লোকসভা। ভারতে কেন্দ্রীয় আইনসভা গঠিত হয় রাষ্ট্রপতি, রাজ্যসভা ও লোকসভাকে নিয়ে। ভারতের রাষ্ট্রপতি সংসদের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অঙ্গরাজ্যসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে উচ্চকক্ষ বা রাজ্যসভা গঠিত। তা ছাড়া রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভায় 12 জন সদস্যকে মনোনীত করে পাঠাতে পারেন। লোকসভার সদস্যরা আসেন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে। প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয় নাগরিক প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে লোকসভার সদস্যদের নির্বাচিত করেন। ভারতের শাসন বিভাগীয় প্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি। অন্যদিকে তিনি আইন বিভাগের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এক্ষেত্রে ভারতীয় সংবিধান প্রণেতাগণ ব্রিটেনের সংসদীয় শাসনব্যবস্থার ঐতিহ্য, প্রথা ও রীতিনীতিগুলিকে অনুসরণ করেছেন। ব্রিটেনে রাজা বা রানি হলেন পার্লামেন্টের অংশ এবং তাঁরা আনুষ্ঠানিক প্রধান। ভারতেরও তেমনই রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তিনি হলেন আনুষ্ঠানিক প্রধান। তাই বলা যায়, উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীই প্রকৃত প্রধান হিসেবে কাজ করেন। ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতিটি ভারতে প্রযুক্ত হয়নি। কাজেই আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক মেলবন্ধন আছে। উভয় বিভাগের মধ্যে রাষ্ট্রপতি সংযোগসাধনকারী হিসেবে কাজ করেন। সংসদে কোনো বিল পাস করতে হলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া কোনো বিল আইনে পরিণত হতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্রপতি সংসদের সদস্য নন। কিন্তু আইন প্রণয়নের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে পার্লামেন্টের অংশ হিসেবে ঘোষণা করেই তাঁর ভূমিকাকে সুনিশ্চিত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় আইনসভাকে সংবিধানের পঞ্চম অংশে সংসদ বা পার্লামেন্ট হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ ছাড়া সংবিধানের 79 নং ধারায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতি ও দুটি কক্ষ অর্থাৎ রাজ্যসভা এবং লোকসভাকে নিয়ে পার্লামেন্ট গঠিত। সুতরাং বলা যায় যে, ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা, অর্থাৎ সংসদ তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত, যথা—[1] রাষ্ট্রপতি, [2] রাজ্যপাল এবং [3] লোকসভা।

বিভাগ ক

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর

প্রতিটি প্রশ্নের মান - 10

প্রশ্ন 1 রাজ্যসভার গঠন ও কার্যাবলি আলোচনা করো।

অথবা, ভারতীয় পার্লামেন্টের দ্বিতীয়কক্ষের গঠন ও কার্যাবলি আলোচনা করো।

Composition & Function of Rajya Sabha

♦ উত্তর

রাজ্যসভার গঠন

ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা পার্লামেন্ট বা সংসদ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা। এর উচ্চকক্ষ বা দ্বিতীয়কক্ষের নাম রাজ্যসভা এবং নিম্নকক্ষ বা প্রথমকক্ষের নাম লোকসভা। ভারতের সংবিধানের 40 নং ধারায় বলা হয়েছে যে, অনধিক 250 জন সদস্য নিয়ে রাজ্যসভা গঠিত হবে। এর সদস্যদের দু-ভাগে ভাগ করা যায়—

[1] **রাষ্ট্রপতি দ্বারা মনোনীত সদস্য:** রাজ্যসভায় 12 জন সদস্যকে রাষ্ট্রপতি মনোনয়ন করেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, চারুকলা, সমাজসেবা প্রভৃতি বিষয়ে গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে এই সদস্যদের রাষ্ট্রপতি মনোনীত করেন। তবে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারেই তিনি এঁদের মনোনীত করে থাকেন।

[2] **অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দ্বারা নির্বাচিত সদস্য:** অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে 238 জন সদস্য নির্বাচিত হন। প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের আইনসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক ভোট পদ্ধতির দ্বারা রাজ্যসভার সদস্যদের নির্বাচিত করেন।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে যেসব প্রতিনিধি রাজ্যসভায় আসেন তাঁরা একটি নির্বাচক সংস্থা (Electoral Collage)-র দ্বারা নির্বাচিত হন। এই নির্বাচক সংস্থাও একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক ভোট পদ্ধতির দ্বারা রাজ্যসভার সদস্যদের নির্বাচিত করেন। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে রাজ্যসভায় সদস্যদের নির্বাচন সম্পর্কিত পদ্ধতি সংসদ আইন করে ঠিক করে দেয়। সংবিধানে 84 নং ধারায় রাজ্যসভার সদস্য হতে গেলে যে যে যোগ্যতা প্রয়োজন তার উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে—

[a] **নাগরিকত্ব:** প্রার্থীকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে।

[b] **বয়সসীমা:** প্রার্থীর বয়স হতে হবে কমপক্ষে 30 বছর।

[c] **যোগ্যতা নির্ধারণ:** সংসদ আইনপ্রণয়নের দ্বারা যেসব যোগ্যতা ঠিক করে দেবে প্রার্থীকে সেইসব যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে।

রাজ্যসভায় পদাধিকার বলে উপরাষ্ট্রপতি চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করেন।

কার্যাবলি

রাজ্যসভা হল কেন্দ্রীয় আইনসভা তথা সংসদের দ্বিতীয়কক্ষ। নিম্নকক্ষ লোকসভার মতো ক্ষমতা ও মর্যাদা রাজ্যসভা ভোগ করে না। রাজ্যসভার উল্লেখযোগ্য কাজগুলি হল—

[1] **আইনপ্রণয়নমূলক কার্যাবলি:** কেবল অর্থ বিল ছাড়া সাধারণ বিল পাসের ক্ষেত্রে রাজ্যসভা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। সাধারণ বিল রাজ্যসভা অথবা লোকসভা—যে-কোনো কক্ষেই উত্থাপন করা যায়। কোনো বিল যদি লোকসভায় গৃহীত হয় এবং গৃহীত বিলটিকে যদি রাজ্যসভা প্রত্যাখ্যান করে তাহলে তা আইনে পরিণত হবে না। আবার সাধারণ বিলের ক্ষেত্রে অর্থাৎ অর্থ বিল ছাড়া অন্য যে-কোনো বিলের ক্ষেত্রে যদি লোকসভা ও রাজ্যসভার মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয় তাহলে তা দূর করার জন্য রাষ্ট্রপতি একটি যৌথ অধিবেশন ডাকেন। এই যৌথ অধিবেশনে লোকসভার স্পিকার সভাপতিত্ব করেন। এই যৌথ অধিবেশনে লোকসভা তার সংখ্যাগরিষ্ঠের শক্তিতে জয়ী হয়। আবার কোনো বিল সম্পর্কিত ব্যাপারে মতভেদ দেখা দিলে যৌথ অধিবেশন

ডাকার ব্যাপারটিও মন্ত্রীসভার হাতে থাকে। তাই বলা যায় যে সেক্ষেত্রে রাজ্যসভার আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

[2] **সরকার গঠনমূলক কার্যাবলি:** রাজ্যসভা সরকার গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ভোগ করে না। মূলত সংসদীয় ব্যবস্থার রীতি অনুসারে জনপ্রিয় কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বা নেত্রীকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন। আবার প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতির দ্বারা অন্যান্য মন্ত্রীরা নিযুক্ত হন। অতএব ভারতে রাজ্যসভায় কোনো দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ওপর নির্ভর করে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। তবে প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীপরিষদ গঠনের সময় রাজ্যসভা থেকে নিজ দলের কোনো সদস্যকে অথবা জোটের কোনো সদস্যকে মন্ত্রীসভায় রাখতে পারেন। তা ছাড়া প্রধানমন্ত্রী রাজ্যসভার কোনো সদস্যকে বিশেষ কোনো দফতরের দায়িত্বও দিতে পারেন।

[3] **নির্বাচনমূলক কার্যাবলি:** রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় লোকসভা ও রাজ্যসভার মনোনীত সদস্য ছাড়া অন্যান্য নির্বাচিত সদস্যরা সমান ক্ষমতা ভোগ করেন। আবার উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় যে নির্বাচক সংখ্যা গঠিত হয় তাতে রাজ্যসভা ও লোকসভা উভয় কক্ষেরই সদস্য থাকনে। অর্থাৎ রাজ্যসভা ও লোকসভার সদস্যরা রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় সমান ক্ষমতা ভোগ করে।

[4] **রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ক কার্যাবলি:** জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে সংসদকে রাজ্যতালিকাভুক্ত কোনো বিষয়ে আইনপ্রণয়নের জন্য যদি রাজ্যসভা উপস্থিত ও ভোট প্রদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করে তাহলে রাজ্য তালিকাভুক্ত সেই বিষয়ে সংসদ আইনপ্রণয়ন করতে পারবে [249(1) নং ধারা]।

[5] **সর্বভারতীয় চাকরি সৃষ্টি বিষয়ক কার্যাবলি:** জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে যদি এক বা একাধিক চাকরি সৃষ্টি করার প্রয়োজন আছে বলে রাজ্যসভা মনে করে এবং যদি ওই সভায় উপস্থিত ও ভোট প্রদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন দ্বারা প্রস্তাবটি গৃহীত হয় তাহলে সংসদ সে বিষয়ে আইনপ্রণয়ন করতে পারে [312 নং ধারা]।

[6] **সংবিধান সংশোধনমূলক কার্যাবলি:** রাজ্যসভা ও লোকসভা সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে উভয়েই সমান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংবিধান সংশোধন সম্পর্কিত প্রস্তাব রাজ্যসভা অথবা লোকসভা—যে-কোনো কক্ষে উত্থাপিত হতে পারে। কেবল লোকসভায় উত্থাপিত হলেই তা কার্যকর হবে না। অর্থাৎ সংবিধান সংশোধন বিল উভয়কক্ষ দ্বারা গৃহীত না হলে সংশোধন বিলটি বাতিল হয়ে যাবে। আবার যদি বিলটি একটিকক্ষে গৃহীত হয় এবং অপরকক্ষ তা বাতিল করে, তাহলে সেরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি যৌথ অধিবেশন ডেকে বিরোধের বা মতভেদের বিষয়টি দূর করতে পারবেন কি না সে সম্পর্কে সংবিধানে কোনো নির্দেশ নেই।

[7] **জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত কার্যাবলি:** জাতীয় জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণা সংসদ দ্বারা অনুমোদিত হতে হয়। সংসদ অনুমোদন না করলে তা একমাসের বেশি বজায় থাকবে না। জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণার প্রস্তাবটি অনুমোদনের ক্ষেত্রে রাজ্যসভা ও লোকসভা উভয়ই সমান ক্ষমতা ভোগ করে। উভয়কক্ষে যদি ওই প্রস্তাব গৃহীত না হয় তাহলে তা বাতিল হয়ে যায়, কার্যকর হয় না। তবে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে লোকসভার ক্ষমতা বেশি। জরুরি অবস্থা ঘোষণা থাকাকালীন সময়ে মৌলিক অধিকারের প্রয়োগ যাতে স্থগিত রাখা হয় তার জন্য রাষ্ট্রপতির আদেশ অথবা মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত বিল প্রভৃতি ক্ষেত্রে উভয়কক্ষেরই অনুমোদন দরকার হয়।

[8] **অপসারণগত কার্যাবলি:** লোকসভা ও রাজ্যসভা রাষ্ট্রপতি, সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণ প্রমুখকে অপসারণের ক্ষেত্রে সমান ক্ষমতা ভোগ করলেও উপরাষ্ট্রপতিকে অপসারণ সংক্রান্ত প্রস্তাব রাজ্যসভায় প্রথম উত্থাপন করতে হবে।

মূল্যায়ন: রাজ্যসভা কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষ বা দ্বিতীয়কক্ষ। যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি অনুসারে উচ্চকক্ষে সমপ্রতিনিধিত্ব থাকা প্রয়োজন। কিন্তু ভারতে রাজ্যসভা গঠনের ক্ষেত্রে সমপ্রতিনিধিত্বের নীতিটি স্বীকৃত হয়নি। এখানে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। সুতরাং গঠনগত দিক থেকে এর ত্রুটি যথেষ্ট। কারণ যে রাজ্যের জনসংখ্যা যত বেশি হবে সেই রাজ্যের প্রতিনিধির সংখ্যাও তত বেশি হবে। ফলে যে রাজ্যের প্রতিনিধির সংখ্যা বেশি

হবে সেই রাজ্যের প্রতিনিধির ক্ষমতাও তত বেশি বলাবাহুল্য। গঠনগত দিক থেকে রাজ্যসভার ত্রুটি থাকলেও একে একেবারে অপ্রয়োজনীয় কক্ষ বলা যায় না। কারণ, সাধারণ বিল পাস, সংশোধনী বিল পাসের ক্ষেত্রে, জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত প্রস্তাবের ক্ষেত্রে উভয় কক্ষই সমান ক্ষমতার অধিকারী। আবার দুটি বিশেষ ক্ষেত্রে রাজ্যসভার যে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা আছে তা উল্লেখযোগ্য। যেমন—জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ে কোনো আইনপ্রণয়নের জন্য সংসদকে অনুরোধ করা এবং All India Services-এর ক্ষেত্রে নতুন পদ সৃষ্টির ব্যাপারে ভূমিকা। কাজেই সংসদীয় ব্যবস্থায় রাজ্যসভা অপ্রয়োজনীয় পরিষদ নয়। এটি একটি কার্যকর সভা বলা যায়।

প্রশ্ন 2 লোকসভার গঠন ও কার্যাবলি আলোচনা করো।

উত্তর

লোকসভার গঠন

ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা সংসদ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা। এর নিম্নকক্ষ বা প্রথম কক্ষের নাম লোকসভা। লোকসভাকে জনপ্রতিনিধি কক্ষ বলা হয়। লোকসভা 552 জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। এদের মধ্যে— [1] অঙ্গরাজ্যগুলি থেকে নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা 530 জন, [2] কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা 20 জন, [3] রাষ্ট্রপতি ইঙ্গ-ভারতীয়দের মধ্য থেকে 2 জন সদস্য মনোনয়ন করবেন।

তবে লোকসভার সদস্যদের চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— [1] অঙ্গরাজ্যগুলি থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি, [2] কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি, [3] জাতীয় রাজধানী অঞ্চল থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং [4] রাষ্ট্রপতি দ্বারা মনোনীত ইঙ্গ-ভারতীয় প্রতিনিধি।

লোকসভায় তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যথা— [1] তপশিলি জাতিভুক্তদের জন্য 79টি এবং [2] তপশিলি উপজাতিদের জন্য 40টি আসন।

লোকসভার সদস্য হতে গেলে প্রার্থীকে অবশ্যই কিছু যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে। এই যোগ্যতাগুলি হল— [1] প্রার্থীকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে, [2] প্রার্থীর বয়স কমপক্ষে 25 বছর হবে, [3] সংসদ আইন করে যে যোগ্যতা স্থির করে দেবে, প্রার্থীকে অনুরূপ যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে।

কার্যাবলি

ভারতে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার নিম্নকক্ষ হল লোকসভা। লোকসভার সদস্যরা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন বলে একে জনপ্রিয় কক্ষও বলা হয়। লোকসভার উল্লেখযোগ্য কাজগুলি হল—

[1] **আইনপ্রণয়নমূলক কার্যাবলি:** লোকসভা কতকগুলি আইনপ্রণয়নের অধিকারী। যথা কেন্দ্রতালিকা ও যুগ্মতালিকার ক্ষেত্রে লোকসভা আইন প্রণয়ন করতে পারে। আবার এমন কতকগুলি ক্ষেত্র আছে যেখানে সংবিধান অনুসারে লোকসভা রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইনপ্রণয়ন করতে পারে।

[2] **অর্থ সংক্রান্ত কার্যাবলি:** অর্থ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে লোকসভার ভূমিকা এককভাবে প্রতিষ্ঠিত। লোকসভা অর্থবিল ও অর্থ সংক্রান্ত বিলের ক্ষেত্রে এককক্ষমতার অধিকারী। কোনো বিল অর্থবিল কি না তা নিয়ে মতভেদ দেখা দিলে স্পিকার যে সিদ্ধান্ত দেবেন তা-ই চূড়ান্ত বলে বিবেচ্য। তা ছাড়া কেবল লোকসভায় অর্থবিল উত্থাপিত হতে পারে। লোকসভায় অর্থবিল গৃহীত হলে তা রাজ্যসভার সম্মতির জন্য পাঠানো হয়। রাজ্যসভা খুব বেশি হলে 14 দিন পর্যন্ত বিলকে আটকে রাখতে পারে। ওই সময়সীমার মধ্যে রাজ্যসভা বিলটি ফেরত না পাঠালে বিলটি গৃহীত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। আবার লোকসভা সরকারের আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও ভূমিকা পালন করে। লোকসভা তার Estimate Committee দ্বারা সরকারি অর্থের যথাযথ ব্যয় হচ্ছে কি না তার অনুসন্ধান করে।

[3] **মন্ত্রীসভা গঠন ও অপসারণমূলক কার্যাবলি:** লোকসভা মন্ত্রীসভা গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সাধারণত রাষ্ট্রপতি লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বা নেত্রীকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে তিনি অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। মন্ত্রীদের লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মধ্য থেকে মনোনীত করলেও রাজ্যসভা থেকে প্রয়োজন হলে মন্ত্রী নিয়োগ করতে পারেন।

আবার লোকসভা মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ ও অপসারণও করতে পারে। মন্ত্রীসভা এবং ক্যাবিনেট সর্বদা লোকসভার কাছে সকল কাজের জন্য দায়বদ্ধ থাকে। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ, প্রশ্ন উত্থাপন প্রভৃতির দ্বারা লোকসভা মন্ত্রীদের সংযত ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তা ছাড়া লোকসভা যদি ক্যাবিনেটের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করে তাহলে সমগ্র ক্যাবিনেট এবং মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। আবার যদি কোনো সরকারি বিল লোকসভা প্রত্যাখ্যান করে তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে মন্ত্রীসভা ওই কক্ষের আস্থা হারিয়েছেন। এরূপ অবস্থায় মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। তবে উল্লেখযোগ্য যে যদি রাজ্যসভায় বিলটি প্রত্যাখ্যাত হয় তাহলে মন্ত্রীসভার পদত্যাগের কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

[4] **সংবিধান সংশোধনমূলক কার্যাবলি:** লোকসভা সংবিধান সংশোধনের কাজও করে থাকে। এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলির ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনের জন্য অঙ্গরাজ্যের আইনসভাসমূহের অন্তত অর্ধেকের সমর্থন দরকার হয়। যেমন—রাষ্ট্রপতির নির্বাচন, কেন্দ্র-রাজ্য ক্ষমতা বণ্টন, সুপ্রিমকোর্ট সংক্রান্ত বিষয়, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ব্যাপারে, হাইকোর্ট সংক্রান্ত ব্যাপারে, সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা নিতে হয়। এই বিষয়গুলি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে সংসদ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে রাজ্যসভা ও লোকসভা উভয়ই সমান ক্ষমতার অধিকারী।

[5] **সাধারণ বিল পাস সংক্রান্ত কার্যাবলি:** লোকসভা ও রাজ্যসভা উভয়ই সাধারণ আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে সমান ক্ষমতা ভোগ করে। কোনো কক্ষে সাধারণ বিল অনুমোদিত হলে তা অপরকক্ষে পাঠানো হয়। কিন্তু যদি উভয় কক্ষের মধ্যে বিলটি অনুমোদনের বিষয় নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয় তাহলে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের 108 নং ধারা অনুযায়ী একটি যৌথসভা ডাকেন। এই যৌথসভায় লোকসভার স্পিকার সভাপতিত্ব করেন। এই সময় ওই বিলটি ভাগ্য নির্ধারিত হয় সভায় উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের ভোটের দ্বারা। এখানে লোকসভার সদস্যসংখ্যা রাজ্যসভার সদস্যসংখ্যার তুলনায় বেশি বলে শেষপর্যন্ত লোকসভার সমর্থনই প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

[6] **অন্যান্য কার্যাবলি:** এ ছাড়াও লোকসভা অন্যান্য আরও অনেক কাজ করে। এগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি হল—

[a] **রাষ্ট্রপতির জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার:** জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের সময় লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য এবং উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের মধ্য থেকে যদি দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের দ্বারা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, তাহলে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করতে পারেন।

[b] **নিজ অভিমত প্রদান:** তপশিলি জাতি ও উপজাতি বিষয়ক কমিশন, নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের রিপোর্ট, অর্থকমিশনের রিপোর্ট, কেন্দ্রীয়-রাষ্ট্রকর্তৃক কমিশনের রিপোর্ট প্রভৃতি আলোচিত হয়ে গেলে লোকসভা তার নিজ অভিমত জানায়।

[c] **বিচার সংক্রান্ত কার্যাবলি:** লোকসভার কিছু বিচার সংক্রান্ত কাজও আছে। যেমন—লোকসভা অধিকার ভঙ্গজনিত কারণে কোনো সদস্যকে অথবা বাইরের কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারে।

মূল্যায়ন: লোকসভার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল লোকসভার কোনো সদস্য দীর্ঘদিন লোকসভায় উপস্থিত না থাকলে, এর কারণ স্পিকারকে জানাতে হয়। কিন্তু স্পিকারকে না জানিয়ে কোনো সদস্য যদি একটানা (অন্তত 60 দিন) সভায় অনুপস্থিত থাকে, তাহলে ওই সদস্যের আসনটি শূন্য আছে বলে লোকসভা ঘোষণা করতে পারে।

প্রশ্ন 3 লোকসভা ও রাজ্যসভার মধ্যে সাংবিধানিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো।
অথবা, ভারতের পার্লামেন্টের দুটি কক্ষের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো।

উত্তর

লোকসভা ও রাজ্যসভার মধ্যে সাংবিধানিক সম্পর্ক

ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা সংসদ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা। এর উচ্চকক্ষ হল রাজ্যসভা এবং নিম্নকক্ষ হল লোকসভা। উভয়ের কার্যকাল, গঠন, যোগ্যতা ও ক্ষমতাগত দিক থেকে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

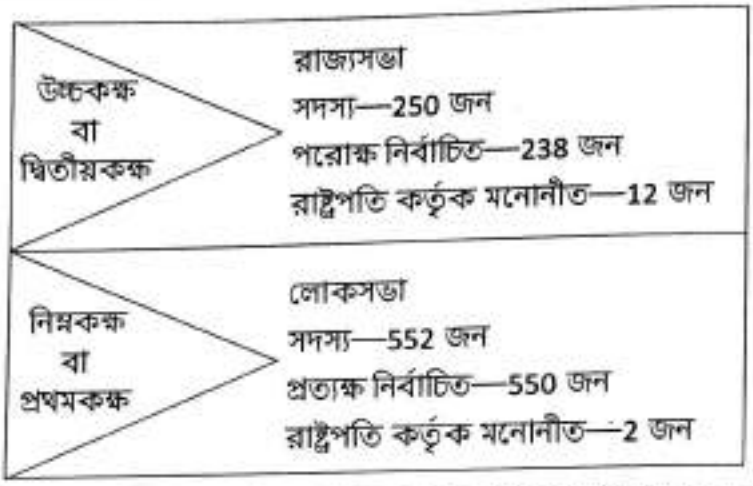

[1] **গঠনগত পার্থক্য:** রাজ্যসভার তুলনায় লোকসভার সদস্য দ্বিগুণ। দ্বিতীয়কক্ষ রাজ্যসভা গঠিত হয় 250 জন সদস্য নিয়ে। এদের মধ্যে অঙ্গরাজ্যগুলি ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে 238 জন সদস্য নির্বাচিত হন এবং রাষ্ট্রপতি 12 জন সদস্যকে মনোনীত করেন। এই 12 জন সদস্যকে সাহিত্য, বিজ্ঞান, চারুকলা, সমাজসেবা প্রভৃতিতে পারদর্শীদের মধ্য থেকে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করেন।

অপরদিকে, লোকসভার সদস্যসংখ্যা রাজ্যসভার তুলনায় বেশি। লোকসভায় আছেন 552 জন সদস্য। এদের মধ্যে অঙ্গরাজ্যগুলি থেকে 530 জন, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে 20 জন নির্বাচিত হবেন। এ ছাড়া রাষ্ট্রপতি ইঙ্গ-ভারতীয়দের মধ্য থেকে 2 জন সদস্যকে মনোনয়ন করবেন।

[2] **কার্যকালগত পার্থক্য:** রাজ্যসভা হল একটি স্থায়ী সভা। এই সভার প্রত্যেক সদস্যের কার্যকাল হল 6 বছর। কিন্তু প্রত্যেক 2 বছর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সদস্যকে অবসর নিতে হয় এবং ওইসব শূন্যপদ নতুন সদস্য নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ণ করা হয়।

অপরদিকে, লোকসভার সাধারণ কার্যকাল হল 5 বছর। কিন্তু এই সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভেঙে দিতে পারেন। আবার জরুরি অবস্থা বজায় থাকলে লোকসভার কার্যকালের মেয়াদ বাড়ানো যায়।

[3] **যোগ্যতাগত পার্থক্য:** রাজ্যসভার প্রার্থী হতে গেলে প্রার্থীকে কমপক্ষে 30 বছর বয়স্ক হতে হবে।

অপরদিকে, লোকসভার প্রার্থী হতে গেলে প্রার্থীকে কমপক্ষে 25 বছর বয়স্ক হতে হবে।

[4] **ক্ষমতাগত পার্থক্য:** সাংবিধানিক দিক থেকে রাজ্যসভা ও লোকসভার ক্ষমতাগত সম্পর্ককে তিন ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। যথা—

[a] কোনো কোনো ক্ষেত্রে লোকসভার প্রাধান্য বেশি, রাজ্যসভার প্রাধান্য কম,

[b] কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজ্যসভার প্রাধান্য বেশি, লোকসভার প্রাধান্য কম,

[c] আবার এমন কিছু ক্ষেত্রে আছে যেখানে উভয়কক্ষই সমান ক্ষমতাসম্পন্ন।

[5] **লোকসভার প্রাধান্য:** এমন কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে লোকসভা বেশি ক্ষমতা ভোগ করে। যথা—

[a] **অর্থ বিল পাস:** অর্থ বিল পাসের ক্ষেত্রে রাজ্যসভার মূলত কোনো ক্ষমতা নেই। রাজ্যসভা সুপারিশ করতে পারলেও লোকসভার পক্ষে তা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নয়।

[b] **দায়বদ্ধতা:** মন্ত্রীসভা তার কাজের জন্য লোকসভার কাছে দায়বদ্ধ। লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বা নেত্রীকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করা হয়। আবার লোকসভার আস্থা বা অনাস্থার ওপর মন্ত্রীসভার নির্দিষ্ট কার্যকালের পূর্বে টিকে থাকা নির্ভর করে।

[c] **জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার:** জরুরি অবস্থা অনুমোদন করতে হলে রাজ্যসভা ও লোকসভার ক্ষমতা সমান হলেও জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করার সময় লোকসভাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এই সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতিকে জানালে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করতে পারেন।

[d] **সাধারণ বিল পাস:** সাধারণ বিল পাসের ক্ষেত্রে উভয়ের ক্ষমতা সমান হলেও বিরোধ উপস্থিত হলে লোকসভা বেশি ক্ষমতা ভোগ করে। অর্থাৎ কোনো বিল সম্পর্কে লোকসভা ও রাজ্যসভার মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হলে একটি যৌথ অধিবেশন দ্বারা বিলটির ভাগ্য নির্ধারিত হয়। এই অধিবেশনে লোকসভার স্পিকার সভাপতির ভূমিকা পালন করেন। আবার রাজ্যসভার তুলনায় লোকসভার সদস্যসংখ্যা বেশি বলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিলটি পাস হয়ে যায়। কাজেই পরোক্ষভাবে লোকসভার প্রাধান্য এক্ষেত্রে বজায় থাকে।

[6] **রাজ্যসভার প্রাধান্য:** সংবিধানে এমন কতকগুলি ক্ষেত্র আছে যেগুলিতে রাজ্যসভা লোকসভার তুলনায় বেশি পরিমাণে ক্ষমতা ভোগের অধিকারী। যথা—

[a] **স্থায়ী কক্ষ:** রাজ্যসভা একটি স্থায়ী কক্ষ। একে ভেঙে দেওয়া যায় না। রাজ্যসভার সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ 6 বছর। অথচ রাষ্ট্রপতি লোকসভাকে ভেঙে দিতে পারেন।

[b] **উপরাষ্ট্রপতিকে অপসারণ:** উপরাষ্ট্রপতিকে অপসারণের জন্য রাজ্যসভা এককভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করার অধিকারী।

[c] **রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন:** জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে সংসদে রাজ্যতালিকাভুক্ত কোনো বিষয়ে আইনপ্রণয়নের জন্য রাজ্যসভায় উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করে তাহলে রাজ্যতালিকাভুক্ত সেই বিষয়ে সংসদ আইনপ্রণয়ন করতে পারবে।

[d] **চাকরি সৃষ্টি:** জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে যদি এক বা একাধিক চাকরি সৃষ্টি করার প্রয়োজন আছে বলে রাজ্যসভা মনে করে এবং যদি ওই সভায় উপস্থিত ও ভোট প্রদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন দ্বারা প্রস্তাবটি গৃহীত হয় তাহলে সংসদ সে বিষয়ে আইনপ্রণয়ন করতে পারে।

[7] **উভয়কক্ষ সমান ক্ষমতাসম্পন্ন:** এমন কতকগুলি ক্ষেত্র আছে যেখানে রাজ্যসভা ও লোকসভা উভয়ই সমান ক্ষমতার অধিকারী। যথা—

[a] **জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণা:** রাষ্ট্রপতির দ্বারা ঘোষিত জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণাটি উভয়কক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হতে হয়।

[b] **সংবিধান সংশোধন:** সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে রাজ্যসভা ও লোকসভার ক্ষমতা সমান।

[c] **রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও পদচ্যুতকরণ:** রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং তাঁকে পদচ্যুত করার ক্ষেত্রে রাজ্যসভা ও লোকসভা সমক্ষমতা ভোগ করে।

[d] **সাধারণ বিল উত্থাপন:** সাধারণ বিল উত্থাপনের ক্ষেত্রে উভয়সভা সমক্ষমতাসম্পন্ন। লোকসভা বা রাজ্যসভা—যে-কোনো কক্ষে সাধারণ বিল উত্থাপিত হতে পারে। কোনো কক্ষে বিলটি উত্থাপিত ও গৃহীত হলে সেটিকে অপরকক্ষে পাঠানো হয়। অপরকক্ষেও সেটি গৃহীত হতে হবে।

[e] **পদাধিকারীকে অপসারণ:** কোনো কোনো পদাধিকারীকে অপসারণের ক্ষেত্রে উভয়কক্ষ সমক্ষমতার অধিকারী হিসেবে কাজ করে। এই পদগুলি হল—নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক, সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণ, মুখ্য নির্বাচনি অফিসার প্রমুখ।

[f] **আইনসভার অধিকার ভঙ্গ ও অবমাননা:** কিছু কিছু বিচার সংক্রান্ত কাজের ক্ষেত্রে উভয়ের ক্ষমতা সমান। যেমন—আইনসভার অধিকার কেউ ভঙ্গ করলে অথবা আইনসভার অবমাননা করলে উভয়কক্ষই কোনো সদস্যকে বা বহিরাগতকে শাস্তিদানের অধিকারী।

প্রশ্ন 2 রাজ্যসভা কীভাবে গঠিত হয়?

◆ উত্তর

রাজ্যসভার গঠন

ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা পার্লামেন্ট বা সংসদ হল একটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইন। এর উচ্চকক্ষ বা দ্বিতীয়কক্ষের নাম রাজ্যসভা এবং নিম্নকক্ষের নাম লোকসভা। রাজ্যসভার গঠনটি একটি ছকের সাহায্যে দেখানো হল—

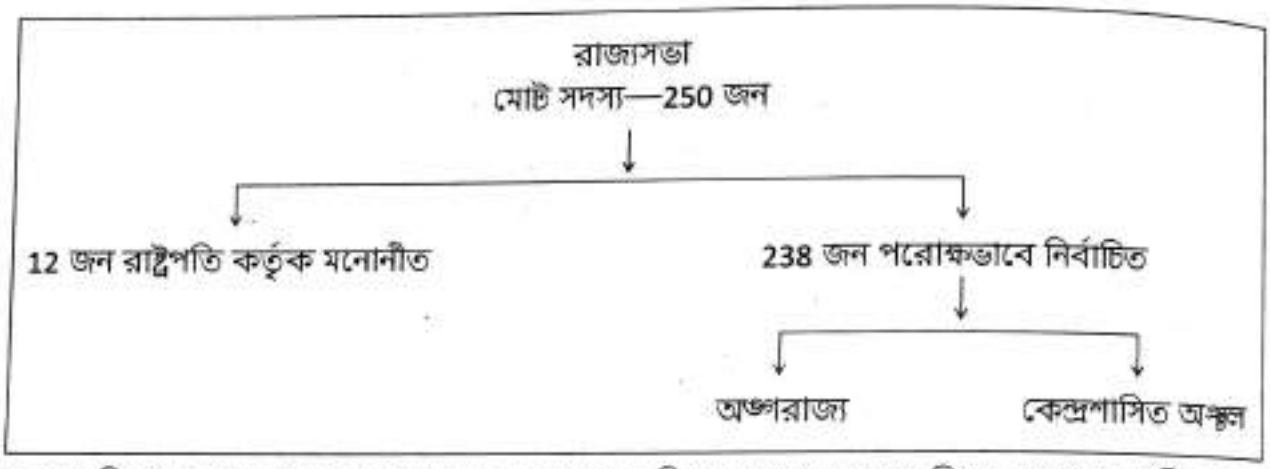

ভারতের সংবিধানের 80 নং ধারায় বলা হয়েছে যে, অনধিক 250 জন সদস্য নিয়ে রাজ্যসভা গঠিত হবে। এর সদস্যদের দু-ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

[1] রাষ্ট্রপতি দ্বারা মনোনীত সদস্য এবং

[2] অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্য।

রাজ্যসভায় 12 জন সদস্যকে রাষ্ট্রপতি মনোনয়ন করেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, চারুকলা, সমাজসেবা প্রভৃতি বিষয়ে গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে এইসব সদস্যদের রাষ্ট্রপতি মনোনীত করেন। তবে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারেই তিনি এঁদের মনোনীত করে থাকেন। অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে 238 জন সদস্য পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন।

নির্বাচন পদ্ধতি

প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের আইনসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক ভোট পদ্ধতির দ্বারা রাজ্যসভার সদস্যদের নির্বাচিত করেন। যেসব রাজ্যে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা আছে, সেইসব রাজ্যের আইনসভার উচ্চকক্ষ অর্থাৎ বিধান পরিষদের সদস্যগণ রাজ্যসভার নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন না। বিধানসভায় রাজ্যপাল একজন ইঙ্গ-ভারতীয় সদস্য মনোনয়ন করেন, এই মনোনীত ইঙ্গ-ভারতীয় সদস্যও রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচনে ভোটাধিকার পান না।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে যেসব প্রতিনিধি রাজ্যসভায় আসেন তাঁরা একটি নির্বাচক সংস্থার (Electoral Collage) দ্বারা নির্বাচিত হন। এই নির্বাচক সংস্থাও একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক ভোট পদ্ধতির দ্বারা রাজ্যসভার সদস্যদের নির্বাচিত করেন। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে রাজ্যসভায় সদস্যদের নির্বাচন সম্পর্কিত পদ্ধতি সংসদ আইন করে ঠিক করে দেয়। সংবিধানের 84 নং ধারায় রাজ্যসভার সদস্য হতে গেলে কী কী যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন তার উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে—

[1] প্রার্থীকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে।

[2] প্রার্থীর বয়স হতে হবে কমপক্ষে 30 বছর।

[3] সংসদ আইনপ্রণয়ন দ্বারা যেসব যোগ্যতা ঠিক করে দেবে প্রার্থীকে সেইসব যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে।